কচি ডাব

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[ক] কবি-পরিচিতি ; বিষয়বস্তু ; রসবিচার ; চরিত্রবৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

প্রশ্ন ১। *'কচি ডাব' কবিতাটি কার রচনা ?*

উত্তর। 'কচি ডাব' কবিতাটি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনা।

প্রশ্ন ২। *'কচি ডাব' কবিতাটির উৎস কী ?*

উত্তর। 'কচি ডাব' কবিতাটি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সায়ম' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

প্রশ্ন ৩। *'কচি ডাব' কবিতার কবির সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় দিন।*

উত্তর। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়ায় মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কবির আদিনিবাস নদিয়া জেলার শান্তিপুর-সংলগ্ন হরিপুর গ্রাম।

বাবা দ্বারকানাথ, মাতা মোহিতকুমারী। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে নদিয়া জেলা বোর্ডে ও পরে কাশিমবাজার এস্টেটে কাজ করেন। 'মরুমায়া', 'মরুশিখা', 'মরীচিকা', 'ত্রিযামা', 'সায়ম', 'লিপিকা' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। 'কাব্য পরিমিত' তাঁর বিশিষ্ট প্রবন্ধগ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে তিনি দুঃখবাদী কবি হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ৪। *'কচি ডাব' কবিতার বিষয়বস্তু কী ?*

উত্তর। রোমান্টিকতার সৌন্দর্যময় কাল্পনিক ক্ষেত্র বর্জন করে 'কচি ডাব' কবিতাটি ভাগ্যহত দরিদ্র মানুষের অস্তিত্বকে বাস্তবায়িত করেছে। কবির বাসার ধারে ডাব বিক্রিরত এক বৃদ্ধের ঝাঁকার ভারে কোমর বেঁকে গেছে। শীতের দিনে ডাব খাবার লোক কম হলেও কবি নায্য দামেই ডাব কেনেন। তানপুরা হাতে নিয়ে কবির বিশ্বাস জন্মাল যে, দুঃখী, বঞ্চিত মানুষের দেবতা স্বয়ং নটরাজই হয়তো বৃদ্ধের বেশে এসেছিল।

প্রশ্ন ৫। *'কচি ডাব' কবিতাটির শিল্পসৌন্দর্য ব্যাখ্যা করুন।*

উত্তর। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'কচি ডাব' কবিতায় রোমান্টিকতার কাল্পনিক পথ বর্জন করে নিরন্ন মানুষের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলা কাব্যিক জগতে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর 'কচি ডাব' কবিতাটি দুঃখবাদের সুরে উজ্জ্বল এবং অবহেলিত মানুষের জীবন্ত দলিল। শব্দচয়ন ও অনুভবের গভীরতায় কবিতাটি অতুলনীয় এবং অনবদ্য।

প্রশ্ন ৬। *'কচি ডাব' কবিতার রসবিচার করুন।*

উত্তর। 'কচি ডাব' কবিতাটি 'নিঃস্ব, দরিদ্র-জীর্ণ, শীর্ণ-ডাবওয়ালার জীবনকাহিনী— করুণরসে ভরপুর। বাস্তবরসের কারবারি কবির মন তাঁর কাল্পনিকতার সংমিশ্রণে সৃষ্টিকে করে তোলেন রসোত্তীর্ণ। সেই হিসেবে 'কচি ডাব' কবিতাটি কবির করুণ রসের উপলব্ধি।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৭। *"অপরের কাব্যভালে মিলাও তো কালে কালে*
অনুকূল কত-না সুযোগ।"
—'অনুকূল সুযোগ' বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর। শীতের সন্ধ্যায় কবির দ্বারদেশে ঝাঁকা মাথায় এক ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ ডাবওয়ালা দণ্ডায়মান। সে কবিকে ঝাঁকা নামিয়ে দিতে অনুরোধ করলে কবি তাঁর অবস্থা দেখে ন্যায্য দামে সব ক'টি ডাব কিনে নেন। এই ঘটনা কবির কাছে দুর্ভোগ বলে মনে হয়েছে। অন্যদিকে তরুণী পসারিণী কবির দুয়ারে মিনতিভরা দৃষ্টিতে ফুল সওদা করে। এই ঘটনা বাস্তববাদী রোমান্টিক কবির কাছে 'অনুকূল ব্যাপার'।

প্রশ্ন ৮। *"মোর ভাগ্যে এ হেন দুর্ভোগ!"*
—এটি কার উক্তি? কোন্ দুর্ভোগের কথা এখানে বলা হয়েছে?

উত্তর। এটি 'কচি ডাব' কবিতার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের উক্তি।

শীতের সন্ধ্যায় ঝাঁকা মাথায় এক ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ ডাবওয়ালা কবির দরজায় হাজির হয়েছে। এই পরিবেশে অনভিপ্রেত ঘটনাটা কবির 'দুর্ভোগ' বলে মনে হয়েছে।

প্রশ্ন ৯। *"হিমাঙ্গ' উত্তর বায় হাঁপের টানের প্রায়*
থেকে থেকে গলিটায় ফুঁকে।"
—এটি কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ? উক্তিটির তাৎর্য কী?

উত্তর। 'কচি ডাব' কবিতার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এখানে এক বৃদ্ধ ডাবওয়ালার কথা বলেছেন।

শীতের সন্ধ্যায় এক শীর্ণ বৃদ্ধ ডাবওয়ালা কচি ডাবের ঝাঁকা মাথায় কবির দরজায় উপনীত হয়েছে। শীতকালে কে ডাব খাবে—এই প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ তার অন্নহীনতার কথা জানিয়ে কবিকে ঝাঁকা নামিয়ে দিতে অনুরোধ করে। দয়ার্দ্র কবি ডাবওয়ালাকে ন্যায্য মূল্য দিয়ে তার দিকে তাকালেন। এই প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১০। *"আমি তার মুখ পানে চাই।" —এখানে কে, কার কথা বলেছেন? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছে?*

উত্তর। 'কচি ডাব' কবিতার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এখানে এক বৃদ্ধ ডাবওয়ালার কথা বলেছেন।

শীতের সন্ধ্যায় এক শীর্ণ বৃদ্ধ ডাবওলা কচি ডাবের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে কবির দরজায় উপনীত হয়েছে। শীতকালে কে ডাব খাবে—এই প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ তার অন্নহীনতার কথা জানিয়ে ঝাঁকা নামিয়ে দিতে অনুরোধ করে। দয়ার্দ্র কবি ডাবওলাকে নায্য মূল্য দিয়ে তার দিকে তাকালেন। এই প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১১। *"কী বাতিক প্রশমিতে"*
—এই উক্তি করার কারণ কী? 'প্রশমিতে' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর। বাতিকগ্রস্ত লোকছাড়া শীতকালে সাধারণত কেউ ডাব সেবন করে না। তাই কবি

Scanned with CamScanner

যতীন্দ্রনাথের মতে, ডাবওয়ালার ডাব বিক্রির ব্যাপারটা বাতিক প্রশমন করা ছাড়া কিছুই নয়।

'প্রশমন' কথার অর্থ 'শান্ত করা'। প্রশমন + ইতে > প্রশমিতে। এটি পদ্যার্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ১২। "উদরে উদরে অন্নাভাব ;"—এটি কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ ? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে ?

উত্তর। এটি বাস্তববাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কচি ডাব' কবিতার অংশ।

অঘ্রানের শীতের সন্ধ্যায় এক সরুগলির নির্জন পথে বৃদ্ধ ডাবওয়ালা পসরা হেঁকে যাচ্ছে। সংকীর্ণ গলির বাসিন্দারা স্থানাভাব ও অন্নাভাব-হেতু ডাব ক্রয় করার দিকে মনোনিবেশ করে না। দরিদ্র মানুষের অন্নাভাবের কথা বোঝাতে উপরিউক্ত লাইনটির অবতারণা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৩। "আমার শ্রবণ-মূলে অকস্মাৎ গেল দুলে
কোন্ রুদ্র নৃত্যের ঝংকার।"
—কোন্ কবির কোন্ কবিতা থেকে উদ্ধৃতিটি সংকলিত হয়েছে ? উক্তিটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কচি ডাব' কবিতা থেকে উদ্ধৃতিটি সংকলিত হয়েছে।

অঘ্রানের শীতের রোমান্টিক পরিবেশে এক ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ ডাবওয়ালার করুণ অবস্থা দেখে দয়ার্দ্র হয়ে কবি ন্যায্যমূল্যে সবক'টি ডাব কিনলেন। এ অবস্থা কবির কাছে দুর্ভোগ বলে মনে হয়েছে। দৈন্যজর্জরিত বৃদ্ধের সকরুণ অবস্থা দেখে বেদনার্ত কবির মনে হয়েছে, তানপুরার তার ছিঁড়ে গিয়ে বেসুরো ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ১৪। "দেহ টলে ক্ষুধার নেশায়,"—উক্তিটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কচি ডাব' কবিতায় দীনদরিদ্র ও দুঃখী ডাবওয়ালা কবির কাছে নীলকণ্ঠের প্রতীকস্বরূপ। শিব ভিক্ষাপাত্র নিয়ে পথে পথে ঘুরতেন। অঘ্রানের তীব্র শীতে বৃদ্ধ ডাবওয়ালাও ডাব বিক্রির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্ষুধার জ্বালায় দেহ টলমান, ঝাঁকার ভার বইতে না-পারলেও ক্ষুধার জ্বালায় তাকে রাস্তায় বের হতে হয়েছে। কবি এ অবস্থাকে দুঃখের সাগর মন্থন করা বিষপানকারী শিবের সাথে তুলনা করেছেন।

প্রশ্ন ১৫। "এ ভালে তেঁতুল-গোলা অতি বৃদ্ধ ডাবওলা।"—এটি কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ ? এই উক্তির বক্তব্য পরিস্ফুট করুন।

উত্তর। দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচিত 'কচি ডাব' কবিতার অংশবিশেষ।

অঘ্রানের তীব্র শীতের সন্ধ্যায় অতিবৃদ্ধ ডাবওয়ালা কবির কাছে ডাব বিক্রি করে বিদায় নিয়েছে। তার করুণ অবস্থা দেখ প্রথমে কবির মনে সহানুভূতি ও পরে এই অবস্থাকে তাঁর দুর্ভাগ্য বলে মনে হয়েছে। তাঁর ভাগ্যে তেঁতুল গোলার মতো অম্লরস ভরতি হয়েছে। কারণ সুবেশা তরুণীর বদলে অতিবৃদ্ধ ডাবওয়ালা এসে তাঁকে বিব্রত করেছে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১৬। *"অশ্রুর সাগরমন্থ হে আমার নীলকণ্ঠ।*
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে!"

—কবি কাকে 'নীলকণ্ঠ' বলে সম্বোধন করেছেন? উক্তিটির তাৎপর্য কী?

উত্তর। 'কচি ডাব' কবিতায় কবি যতীন্দ্রনাথ এক অতিবৃদ্ধ ডাবওয়ালাকে নীলকণ্ঠ বা 'শিব' বলে সম্বোধন করেছেন।

অঘ্রানের তীব্র শীতের সন্ধ্যায় দীনদুঃখী এক অতিবৃদ্ধ ডাবওয়ালা কবির দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছে। তার দুঃখদৈন্যপীড়িত অবস্থা দেখে করুণাস্বরূপ কবি প্রয়োজন ছাড়াই তার সমস্ত ডাব কিনে নেন। দুঃখের সাগর-মন্থন করা বিষপানকারী শিবের মতোই দুঃখী ডাবওয়ালা কবির কাছে নীলকণ্ঠের প্রতীক। কবি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি।

প্রশ্ন ১৭। *"মিটাতে প্রাক্তন দেনা শীতরাত্রে ডাব কেনা!"*

—'প্রাক্তন দেনা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর। অঘ্রানের এক শীতসন্ধ্যায় কবির দ্বারদেশে আগত এক অতিবৃদ্ধ ডাবওয়ালার করুণ অবস্থা দেখে কবি নায্যমূলে তার সবক'টি ডাব কিনে নিতে বাধ্য হন। এই ব্যাপারটা ঋণশোধ বলে কবির মনে হয়েছে। আগের জন্মের কর্মফলে ঋণশোধের ঘটনাটি ঘটেছে বলে কবির বিশ্বাস।

প্রশ্ন ১৮। *"অনাদি দুঃখের স্রোতে তোমারি নয়ন হতে*
ঝড়ে-পড়া একফোঁটা জল"।

—এটি কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ? এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর। দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কচি ডাব' কবিতার অংশ এটি।

কবির মতে, জীবন দুঃখময় বলে দুঃখের দেবতা দুঃখের বেশে বারবার দুয়ারে উপনীত হয়। বৃদ্ধ ডাবওয়ালা যেমন দৈন্যপীড়িত দুঃখী মানুষ, কবিও তেমনি অনেকাংশে বিফল ও বঞ্চিত। এই দুঃখের দেবতার নয়নবারির মধ্যে দিয়ে কবির জীবন চরিতার্থতা লাভ করেছে।

প্রশ্ন ১৯। *"কৃষ্ণাচতুর্দশী-শেষে তোমারি ললাটে এসে*
অস্ত গেছে শেষ শশীকলা!"

—উক্তিটির তাৎপর্য কী?

উত্তর। দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'কচি ডাব' কবিতায় বৃদ্ধ ডাবওয়ালার দৈন্যপীড়িত জীবনের সঙ্গে নটরাজ শিবের ভাগ্যের একাত্মতা বর্ণনা করেছেন। নটরাজ শিব দুঃখপীড়িত মানুষের ভাগ্যদেবতা। বৃদ্ধ ডাবওয়ালার সুখের স্বর্গে শুভ্র শয্যার ন্যায় জীবন আরামদায়ক হতে পারত, কিন্তু ডাবের ঝাঁকা বয়ে তার জীবন দুঃখ দিয়েই শেষ হয়েছে। কৃষ্ণাচতুর্দশী শেষে চাঁদ যেমন অস্ত যায়, দুর্ভাগ্যের গাঢ় অমানিশা তেমনি বৃদ্ধ ডাবওয়ালাকে পীড়িত করেছে।

প্রশ্ন ২০। *"অনন্ত-শ্মশানে চিতা সারি সারি নির্বাপিতা,*
তাহারই বিভূতি ফুটে গায়।"

—কোন্ কবিতার অংশ? উক্তিটির তাৎপর্য কী?

উত্তর। এটি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কচি ডাব' কবিতার অংশ।

Scanned with CamScanner

নটরাজ শিব শ্মশানবাসী, সারা গায়ে তার শ্মশানের চিতাভস্ম মাখা। শ্মশানের বিভূতি মেখে সর্বত্যাগী এই সন্ন্যাসী ভিক্ষাপাত্র হাতে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ান। এই চিত্রকে কবি অঘ্রানের শীতের সন্ধ্যায় জনৈক ডাবওয়ালার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

প্রশ্ন ২১। *"হে মোর বঞ্চিতরাজ, নিঃশেষে বুঝেছি আজ—*
আমি যে তাদেরি একজনা।"
—কার সম্পর্কে এই উক্তি? এই খেদোক্তির ভাবার্থ বিচার করুন।

উত্তর। 'কচি ডাব' কবিতার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নিজের প্রতি এই উক্তি করেছেন। কবির জীবন বিভিন্ন পর্যায়ে দুঃখে বিপর্যস্ত। নানাদিকে তাঁর জীবনেও বঞ্চনার কলঙ্কচিহ্ন আঁকা হয়ে গেছে। নটরাজ শিবের সঙ্গে একাত্ম দুঃখী বৃদ্ধ ডাবওয়ালা শীতের সন্ধ্যায় কবির দ্বারদেশে উপনীত হয়েছে। দুঃখী ডাবওয়ালার মধ্যে কবি নিজের জীবনের বঞ্চনার প্রতিধ্বনি লক্ষ করেছেন।

প্রশ্ন ২২। *"তোমার প্রসাদকামী স্বগৃহে সন্ন্যাসী আমি,*
এ জীবন নিষ্ফলে সফল—
অনাদি দুঃখের স্রোতে তোমারি নয়ন হতে
ঝরে-পড়া একফোঁটা জল॥"

(ক) *'সন্ন্যাসী' ও 'নিষ্ফল'—শব্দ দুটির সন্ধি-বিচ্ছেদ করুন।*
(খ) *'অনাদি' শব্দের সমাস নির্ণয় করুন।*
(গ) *'স্বগৃহে' শব্দের কারক-বিভক্তি নির্ণয় করুন।*

উঃ (ক) সন্ন্যাসী—সম্ + ন্যাসী। নিষ্ফল—নিঃ + ফল।
(খ) অনাদি—ন (নাই) আদি যার (নঞ্ বহুব্রীহি সমাস)।
(গ) স্বগৃহে—অধিকরণকারকে 'এ' বিভক্তি।

প্রশ্ন ২৩। *"দুয়ারে তরুণী পসারিণী"—'দুয়ারে' ও 'তরুণী' শব্দের কারক-বিভক্তি নির্ণয় করুন।*

উত্তর। দুয়ারে—অধিকরণকারকে 'এ' বিভক্তি।
তরুণী—কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

প্রশ্ন ২৪। *"সর্বাঙ্গে হাড়ের মালা, শিরায় ফণীর জ্বালা,*
গণ্ডে ঝরে 'জাহ্নবী উতলা।"

(ক) *'সর্বাঙ্গ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করুন।*
(খ) *'ফণী' ও 'গণ্ড' শব্দ দুটির দুটি করে সমার্থক শব্দ লিখুন।*
(গ) *'শিরা' শব্দের কারক-বিভক্তি নির্ণয় করুন।*

উত্তর। (ক) সর্বাঙ্গ—সর্ব + অঙ্গ।
(খ) ফণী—সর্প, উরগ। গণ্ড—গাল, কপোল।
(গ) শিরায়—অধিকরণকারকে 'য়' বিভক্তি।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ২৫। *"ক্ষণেক নীরব থাকি ক্ষীণকণ্ঠে মোর ডাকি"*

(ক) 'ক্ষণেক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করুন।

(খ) 'ক্ষীণকণ্ঠ' শব্দের সমাস নির্ণয় করুন।

(গ) 'নীরব' শব্দের বিপরীত শব্দ লিখুন।

(ঘ) 'মোরে' শব্দের কারক-বিভক্তি নির্ণয় করুন।

উত্তর। (ক) ক্ষণেক—ক্ষণ + এক।

(খ) ক্ষীণকণ্ঠ—ক্ষীণ যে কণ্ঠ (কর্মধারয় সমাস)।

(গ) নীরব—সরব।

(ঘ) মোরে—কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি।

প্রশ্ন ২৬। *"শীতাতপে দিগম্বর, দিশাহীন পথচর,"—*

(ক) 'শীতাতপে' ও 'দিগম্বর' শব্দ দুটির সন্ধিবিচ্ছেদ ও সমাস নির্ণয় করুন।

(খ) 'পথচর' শব্দের কারক-বিভক্তি নির্ণয় করুন।

উত্তর। (ক) শীতাতপে—শীত + আতপে। শীত ও আতপ (দ্বন্দ্ব সমাস)।

দিগম্বর—দিক্ + অম্বর। দিক্ হয়েছে অম্বর (বস্ত্র) যার (বহুব্রীহি সমাস)।

(খ) পথচর—কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

প্রশ্ন ২৭। *"পাগল! আজি এ সাঁঝে সংকীর্ণ গলির মাঝে*
উদরে উদরে অন্নাভাব" ; —

(ক) 'সংকীর্ণ' ও 'অন্নাভাব' শব্দদুটির সন্ধিবিচ্ছেদ করুন।

(খ) 'সাঁঝে' শব্দটির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করুন।

উত্তর। (ক) সংকীর্ণ—সম্ + কীর্ণ। অন্নাভাব—অন্ন + অভাব।

(খ) সাঁঝে—অধিকরণকারকে 'এ' বিভক্তি।

প্রশ্ন ২৮। *"সে পথে তখন লোকাভাব"—*

(ক) 'পথে' শব্দের কারক-বিভক্তি নির্ণয় করুন।

(খ) 'লোকাভাব' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ ও সমাস নির্ণয় করুন।

উত্তর। (ক) পথে—অধিকরণকারকে 'এ' বিভক্তি।

(খ) লোকাভাব—লোক + অভাব। লোকাভাব—লোকের অভাব (সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস)।

Scanned with CamScanner

২.১.১২

কচি ডাব

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি পরিচিতি : পাঠ সঞ্চয়নের অন্তর্গত 'নবান্ন' কবিতা দ্রষ্টব্য।

উৎস : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কচি ডাব' কবিতাটি 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

সারকথা : 'কচি ডাব' কবিতায় এক বৃদ্ধ ডাবওয়ালার উপমানে কবি তাঁর আরাধ্য দেবতা নীলকণ্ঠের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। অঘ্রাণের শীত সন্ধ্যায় এক বৃদ্ধের ঝাঁকা ভর্তি ডাব বিক্রির ব্যর্থ প্রয়াসকে ভিত্তি করে শোষিতের সহমর্মী কবি তার দুঃখভার লাঘব করবার জন্য প্রথমে ঝাঁকা নামিয়ে ডাবওয়ালাকে কিছুটা স্বস্তি দেন। পরে ন্যায্যমূল্যে সমস্ত ডাব কিনে নিলে কৃতজ্ঞচিত্তে অশ্রু-ঝরা চোখে ডাববিক্রেতা বিদায় নিলেন।

কবি যতীন্দ্রনাথ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সমকালীন রোমান্টিক কবিদের তুলনায় তাঁর ভাগ্যবিড়ম্বনাকে অনুভব করেন। ভাগ্যবান, ভোগবিলাসী কবি-জীবনের থেকে দূরে যতীন্দ্রনাথ নারীর সৌন্দর্যে কিংবা ফুলের কমনীয়তায় মুগ্ধ না হয়ে মুদ্রাদোষেই তিনি শোষিতের সমব্যথী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পসারিনি' ও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'কেয়া ফুল' কবিতার অনুষঙ্গ এনেছেন। প্রাথমিকভাবে শীতকালে ডাব কেনাকে ভাগ্যবিড়ম্বনা বলে মনে হলেও তানপুরায় তান কাটার উপমানে কবি ভাবনার যে ভাস্কর্য রচনা করেছেন, তাতে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন।

বৃদ্ধ ডাবওয়ালা তখন আর শুধু শোষিত মানুষের প্রতিনিধি নন, তিনিই হয়ে ওঠেন বঞ্চিতরাজ কবির আরাধ্য দেবতা নীলকণ্ঠ। সাগর মন্থনে উত্থিত অমৃতের পরিবর্তে দেবাদিদেব হয়েও তিনি পান করলেন গরল। অন্নপূর্ণার স্বামী হয়েও তিনি ভিখারী, ক্ষুধার জ্বালায় কাতর, দিগম্বর, শ্মশানচারী। ডাবওয়ালাবেশী এই দেবতার মাথার ভার লাঘব করার যে প্রয়াস তিনি পেয়েছেন, তাতেই তিনি ধন্য, ন্যায্যমূল্যে ডাব কেনার জন্য কৃতজ্ঞতায় ভাস্বর।

একদা কৃষ্ণ বা নারায়ণ মোহিনীবেশে ছলনার আশ্রয় নিয়ে দৈত্যদের বঞ্চিত করে দেবতাদের পাতে অমৃত বণ্টন করেছিলেন। শিব দেবতা হয়েও সেই বঞ্চনার শিকার। সেই বঞ্চনা বিশ্বজুড়ে বিরাজমান। কবি নিজেকে সেই বঞ্চিতদের একজন মনে করেন। বঞ্চিতদের সহমর্মী হতে পেরেছেন বললেই কবি অনুভব করেন – ভোগের মধ্যে তৃপ্তি নেই। বঞ্চনার মধ্যে, নিষ্ফলতার মধ্যে জীবনের সাফল্য লুকিয়ে থাকে। নীলকণ্ঠ তাই মঙ্গলময় শিব। অনন্ত দুঃখই সত্য, সুখ আলেয়া। কবি তাই দুঃখ-দর্শনে উপনীত হয়ে নিজেকে শিবের নয়ন থেকে ঝরে পড়া একফোঁটা জলের সঙ্গে তুলনা

Scanned with CamScanner

করেছেন। দুঃখের মধ্যেই তিনি দেবতার দর্শন পেয়ে নিজেকে সফল মনে করেছেন।

প্রশ্নোত্তর :

১। 'সে-সব কবির বেলা,- শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পসারিনি,'- কোন কবিতা থেকে পংক্তি দুটি নেওয়া হয়েছে? এখানে কোন কোন কবির অনুষঙ্গ আছে?

উত্তরঃ- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কচি ডাব' কবিতা থেকে প্রশ্নোদ্ধৃত পংক্তি দুটি নেওয়া হয়েছে।

এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পসারিনি' ও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'কেয়াফুল' কবিতা দুটির অনুষঙ্গ আছে।

২। 'অস্ত গেছে শেষ শশিকলা।'- কোথায় কখন শশীকলা অস্ত গেছে? শশীকলা শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ?

উত্তরঃ- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'কচি ডাব' কবিতায় উল্লিখিত মহাদেবের ললাটে এসে কৃষ্ণা-চতুর্দশীর রজনীশেষে শশীকলা অস্ত গেছে।

শশীকলা = শশীর কলা – সম্বন্ধ তৎপুরুষ।

৩। 'এ জীবন নিষ্ফলে সফল।' – সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ- 'কচি ডাব' কবিতায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বঞ্চিতরাজ শিবের একান্ত অনুগামী। তাঁর অনুগ্রহ লাভে ধন্য কবি বঞ্চনাকে শিরোধার্য করে গৃহী হয়েও গৃহসুখে বঞ্চিত সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন। এই বঞ্চনা সমাজদৃষ্টিতে তার জীবনকে নিষ্ফলতা নয়, তাঁর কাম্য সফলতায় ভরিয়ে তোলে।

৪। 'সে পথে তখন লোকাভাব।' – কোন কবিতার অন্তর্গত? 'সে পথ' বলতে কোন পথের কথা বলা হয়েছে? সে পথে লোকাভাব কেন?

উত্তরঃ- কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত প্রশ্নোদ্ধৃত পংক্তিটি 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থের 'কচি ডাব' কবিতার অন্তর্গত।

'সে পথ' বলতে শহরের যে গলিপথে কবির বাসা সেই পথকে বোঝানো হয়েছে।

অঘ্রাণের শীতসন্ধ্যায় সমস্ত মানুষ হিমেল বাতাসের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে, তাই পথ জনশূন্য।

৫। "সহসা ঝনাক ঝাক তানপুরে কাটে তান
ছিঁড়ে গেল সব কটা তার।" – তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'কচি ডাব' কবিতায় অঘ্রাণের শীতসন্ধ্যায় অকারণে ডাব কিনে প্রাক্তন দেনা শোধের বিড়ম্বিত জীবনের জন্য বেদনা পেলেও আকস্মিক রুদ্রের ঝংকারে তানপুরার তান কেটে নব ভাবনায় উদ্ভাসিত হয়েওঠে। ডাবওয়ালা হয়ে ওঠেন ছদ্মবেশী আরাধ্য দেবতা। ভাবনার এই পটবদলের রূপকল্প হিসাবে পংক্তি দুটি গৃহীত হয়েছে।

৬। 'অপরের কাব্যভালে / মিলাও তো কালে কালে / অনুকূল কতনা সুযোগ।' – উৎস নির্দেশ কর। এখানে কাদের কোন সুযোগের কথা বলা হয়েছে?

উত্তরঃ- প্রশ্নোদ্ধৃত পংক্তি দুটির উৎস যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থের 'কচি ডাব' কবিতা।

এখানে দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের সমকালে আনন্দবাদী [illegible] যাঁরা

Scanned with CamScanner

করেছেন। দুঃখের মধ্যেই তিনি দেবতার দর্শন পেয়ে নিজেকে সফল মনে করেছেন।

প্রশ্নোত্তর :

১। 'সে-সব কবির বেলা,- শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পসারিনি,'- কোন কবিতা থেকে পংক্তি দুটি নেওয়া হয়েছে? এখানে কোন কোন কবির অনুষঙ্গ আছে?

উত্তরঃ- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কচি ডাব' কবিতা থেকে প্রশ্নোদ্ধৃত পংক্তি দুটি নেওয়া হয়েছে।

এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পসারিনি' ও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'কেয়াকুল' কবিতা দুটির অনুষঙ্গ আছে।

২। 'অস্ত গেছে শেষ শশিকলা।'- কোথায় কখন শশীকলা অস্ত গেছে? শশীকলা শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ?

উত্তরঃ- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'কচি ডাব' কবিতায় উল্লিখিত মহাদেবের ললাটে এসে কৃষ্ণা-চতুর্দশীর রজনীশেষে শশীকলা অস্ত গেছে।

শশীকলা = শশীর কলা – সম্বন্ধ তৎপুরুষ।

৩। 'এ জীবন নিষ্ফলে সফল।' – সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ- 'কচি ডাব' কবিতায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বঞ্চিতরাজ শিবের একান্ত অনুগামী। তাঁর অনুগ্রহ লাভে ধন্য কবি বঞ্চনাকে শিরোধার্য করে গৃহী হয়েও গৃহসুখে বঞ্চিত সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন। এই বঞ্চনা সমাজদৃষ্টিতে তার জীবনকে নিষ্ফলতা নয়, তাঁর কাম্য সফলতায় ভরিয়ে তোলে।

৪। 'সে পথে তখন লোকাভাব।' – কোন কবিতার অন্তর্গত? 'সে পথ' বলতে কোন পথের কথা বলা হয়েছে? সে পথে লোকাভাব কেন?

উত্তরঃ- কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত প্রশ্নোদ্ধৃত পংক্তিটি 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থের 'কচি ডাব' কবিতার অন্তর্গত।

'সে পথ' বলতে শহরের যে গলিপথে কবির বাসা সেই পথকে বোঝানো হয়েছে।

অঘ্রাণের শীতসন্ধ্যায় সমস্ত মানুষ হিমেল বাতাসের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে, তাই পথ জনশূন্য।

৫। "সহসা ঝনাক ঝাক তানপুরে কাটে তান
ছিঁড়ে গেল সব কটা তার।" – তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'কচি ডাব' কবিতায় অঘ্রাণের শীতসন্ধ্যায় অকারণে ডাব কিনে প্রাক্তন দেনা শোধের বিড়ম্বিত জীবনের জন্য বেদনা পেলেও আকস্মিক রুদ্রের ঝংকারে তানপুরার তান কেটে নব ভাবনায় উদ্ভাসিত হয়েওঠে। ডাবওয়ালা হয়ে ওঠেন ছদ্মবেশী আরাধ্য দেবতা। ভাবনার এই পটবদলের রূপকল্প হিসাবে পংক্তি দুটি গৃহীত হয়েছে।

৬। 'অপরের কাব্যভালে / মিলাও তো কালে কালে / অনুকূল কতনা সুযোগ।' – উৎস নির্দেশ কর। এখানে কাদের কোন সুযোগের কথা বলা হয়েছে?

উত্তরঃ- প্রশ্নোদ্ধৃত পংক্তি দুটির উৎস যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থের 'কচি ডাব' কবিতা।

এখানে দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের সমকালে আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথ ও তার অনুগামী কবিবৃন্দ যাঁরা

Scanned with CamScanner

ভোগবিলাস ও কল্পনার মায়াজালে বিমুগ্ধ হয়েছেন তাদের সুখী জীবনযাপনের আয়োজনকে বুঝিয়েছেন কবি।

৭। 'সে যাদের করে প্রবঞ্চনা।' – 'সে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? সে কাকে কিভাবে বঞ্চিত করেছে?

উত্তরঃ- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'কচি ডাব' কবিতায় 'সে' বলতে রমণীর বেশধারী নারায়ণকে বলা হয়েছে।

সমুদ্রমন্থনে উত্থিত অমৃত অসুরদের বঞ্চিত করে দেবতাদের মধ্যে বন্টনের প্রয়াসকেই কবি প্রবঞ্চনা বলেছেন।

৮। 'অনাদি দুঃখের স্রোতে তোমারি নয়ন হতে
ঝরে পড়া এক ফোঁটা জল।'- কার সম্পর্কে এ মন্তব্য করা হয়েছে? দুঃখকে অনাদি বলার কারণ কি? নয়ন শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর।

উত্তরঃ- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সায়ম্' কাব্যের কচিডাব' কবিতায় কবির আরাধ্য দেবতা শিব সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে।

কবি জীবসৃষ্টির উৎসমূলে দুঃখকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কেননা, সৃষ্টির মূলেই আছে বঞ্চনা। দেবতা হয়েও অমৃতের বদলে গরল পান করে স্বয়ং দেবাদিদেব শিবকে হতে হয়েছিল নীলকণ্ঠ। কবি তাই দুঃখকে অনাদি বলেছেন।

নয়ন = √নী + অনট্।

৯। 'মোর ভাগ্যে এ হেন দুর্ভোগ।' – পংক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? এখানে কার ভাগ্যের কথা বলা হয়েছে? এ কথা বলার কারণ কি?

উত্তরঃ- প্রশ্নোদ্ধৃত পংক্তিটি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কচি ডাব' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

এখানে কবির দুর্ভাগ্যের কথা বলা হয়েছে।

মানব দরদী কবি যতীন্দ্রনাথ মানুষের দুঃখবেদনার শরিক বলেই রোমান্টিক প্রণয়বিলাসী কবিদের মতো ভোগসুখে মত্ত হতে পারেননি, বৃদ্ধ ডাবওয়ালার কষ্ট ও দুঃখ লাঘব করতে তার মাথা থেকে ঝাঁকাটা নামিয়ে শীতসন্ধ্যায় নায্য দাম দিয়ে ডাব কিনে নিয়েছেন। অপ্রয়োজনে এই অর্থদণ্ডে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করেছেন।

১০। 'আমি তার মুখ পানে চাই।' – পংক্তিটির উৎস নির্দেশ করে বল, কে তার মুখপানে চেয়েছিল? কেন?

উত্তরঃ- প্রশ্নোদ্ধৃত পংক্তিটির উৎস যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থের 'কচি ডাব' কবিতা।

এখানে কবি এক বৃদ্ধ ডাবওয়ালার বেশে তাঁর আরাধ্যদেবতা শিবের মুখপানে চেয়েছিলেন।

শীতের দাপে ও ডাবের চাপে নুয়েপড়া কম্পমান বৃদ্ধ ডাবওয়ালা একটু জিরিয়ে চলে যেতে চাইলে কবি নায্যমূল্যে কচিডাবকটা কিনে নিয়ে তার ব্যথার ভার লাঘব করতে চান। বেদনাহত মুখের প্রতিক্রিয়াটাই কবি জেনে নিতে চেয়েছিলেন।

১১। 'দিয়েছি তামার চাকি সে মোর হয়নি ফাঁকি

Scanned with CamScanner

সোনায় ঘটিত অপরাধ।" – তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'কচি ডাব' কবিতায় কবি নায্যমূল্যে ডাবওয়ালার ডাবগুলি কিনে নিয়েছিলেন। 'তামার চাকি' এখানে ডাবের নায্যমূল্যকে দ্যোতিত করে। 'সোনা' শব্দের মধ্যে অহংকার ও নায্যমূল্যের অতিরিক্ত দানের দম্ভ ধরা পড়ে। সোনা না দেওয়ায় দেবতাকে কারুণ্যের হাত থেকে তিনি রক্ষা করেছেন নইলে নিজেকে অপরাধী মনে হত।

১২। 'যে মোহিনী স্বর্ণটাটে পাতে পাতে সুধা বাঁটে,
সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,'- মোহিনী বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যক্ত কর। কবি নিজেকে বঞ্চিতদের একজনা বলেছেন কেন?

উত্তরঃ- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'কচি ডাব' কবিতায় 'মোহিনী' বলতে রমণী রূপ ধারণকারী নারায়ণকে বোঝানো হয়েছে, যিনি সমুদ্রমন্থনে উত্থিত অমৃত মোহিনী রূপ ধারণ করে দেবতাদের মধ্যে বণ্টন করেন।

সমুদ্রমন্থনে গরল উত্থিত হলে সৃষ্টি লোপ পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য দেবতারা অজর অমর মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব অমৃতের পরিবর্তে উত্থিত সেই গরল পান করে হয়ে ওঠেন নীলকণ্ঠ। তাই তিনি বঞ্চিতরাজ।

আদি পুরুষের সেই বঞ্চনাই মানুষের সত্তার গভীরে চারিয়ে যায়। কবি যতীন্দ্রনাথও সমকালীন অন্যান্য কবিদের বিলাস-ব্যসন ও সুখ-ঐশ্বর্যের বিপরীতে স্বেচ্ছা বঞ্চিত। বঞ্চিতরাজ শিবের প্রসাদকামী কবি নিজেকেও তাই বঞ্চিতদের একজন বলে মনে করেন।

প্রশ্নকোষ :

- 'কাঁদিয়া কহিল বুড়া / 'তুমি মোর বাপ খুড়া, / ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,'- বুড়াটি কে? তিনি কাকে কেন ঝাঁকাটায় হাত দিতে বলেছিলেন?
- 'দারুণ শীতের সাঁঝ, / হে আমার নটরাজ, / কোন্ রূপে এসেছিলে দ্বারে?' – নটরাজ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? এ রূপ বলার কারণ কি? তিনি কোন রূপে কবির দ্বারে এসেছিলেন?
- 'হে মোর বঞ্চিতরাজ, / নিঃশেষে বুঝেছি আজ- / আমি যে তাদেরি একজনা।'- বঞ্চিত রাজ কে? তাঁকে এ রূপ বলার কারণ কি? কবি নিজেকে তাদেরই একজনা বলেছেন কেন?

২.১.১৩

কালবৈশাখী

মোহিতলাল মজুমদার

কবি-পরিচিতি : পাঠ সঞ্চয়নের অন্তর্গত 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতা দ্রষ্টব্য।

উৎস : মোহিতলালের 'কালবৈশাখী' কবিতাটি 'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

সারসংক্ষেপ : কালবৈশাখী নিসর্গরসের কবিতা। নিসর্গরাজ্যে কালবৈশাখীর অকস্মাৎ আবির্ভাব ও তার প্রমত্ত ক্রিয়া এ কবিতায় চিত্ররূপ লাভ করেছে। শব্দ, ধ্বনি, চিত্রকল্প সব কিছু মিলিয়ে গতিশীল সৌন্দর্যের ছোঁয়ায় কবি উপভোগ্যতার পরিমণ্ডল

Scanned with CamScanner

কচি ডাব

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[ক] কবি পরিচিতি ; বিষয়বস্তু ; রসবিচার ; চরিত্রবৈশিষ্ট্য ঃ

প্রশ্ন ১. 'কচি ডাব' কবিতার কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্ম ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন। মামাবাড়ি বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়ায় ; আদি নিবাস নদিয়া জেলার শান্তিপুর সংলগ্ন হরিপুর। বাবা দ্বারকানাথ, মা মোহিতকুমারী। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে নদিয়া জেলা বোর্ডে এবং পরে কাশিমবাজার এস্টেটে কাজ করেন। পদ্য ও গদ্য উভয় রচনাতেই তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত হলেও বাংলা কাব্যে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষণের তীব্রতা তাঁকে বাংলাসাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান করে দিয়েছিল। তাঁর মৌলিক রচনা—'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'সায়ম', ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা', 'অনুপূর্বা' (কাব্য সংকলন), 'কাব্য পরিমিতি' (প্রবন্ধ) প্রভৃতি এবং অনুবাদ গ্রন্থ 'কুমারসম্ভব', 'ম্যাকবেথ', 'ওথেলো', 'হ্যামলেট' উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন ২. 'কচি ডাব' কবিতাটির উৎস নির্দেশ করো।

উত্তর কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচিত 'সায়ম' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কচি ডাব' অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।

প্রশ্ন ৩. 'কচি ডাব' কবিতাটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করো।

উত্তর রোমান্টিকতার সৌন্দর্যময় কাল্পনিক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে 'কচি ডাব' ভাগ্যহত নিরন্ন দরিদ্র মানুষের অস্তিত্বকে বাস্তবায়িত করেছে। জীর্ণ, শীর্ণ ডাবওয়ালাকে সমবেদনা জানানোর এবং কিঞ্চিৎ করুণা করবার কেউ নেই। সমাজের দলিত, অবহেলিত মানুষের প্রতিনিধি সে। এই লোকায়ত ডাবওয়ালাদের মতো ব্রাত্য মানুষের দেবতা শিব। তিনি এদের দুঃখে সহানুভূতির অশ্রুবিসর্জন করেছেন। তিনি দেবতাদের দেবতা, আসল দুঃখহারী।

প্রশ্ন ৪. 'কচি ডাব' কবিতাটির শিল্পসৌন্দর্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর রোমান্টিকতার মসৃণ পথ এড়িয়ে মানুষের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে এই কবিতায়। অনাহূত ফেরিওয়ালার জীবনবেদ কবিতার ছন্দে প্রকাশ করেছেন কবি। লোকায়ত মহাদেবকে দুখের দেবতা সৃষ্টি করে অনুভবের, প্রকাশের চিন্তার জগতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়ে শিল্পসৌন্দর্যে এ কবিতাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন কবি।

প্রশ্ন ৫. 'কচি ডাব' কবিতাটির রসবিচার করো।

উত্তর বাস্তবরসের কারবারি কবিকুল কাল্পনিকতার মিশ্রণে সৃষ্টিকে রসোত্তীর্ণ করে তোলেন। ভাগ্যহত দরিদ্র, জীর্ণ, শীর্ণ ডাবওয়ালার জীবনকাহিনি করুণরসে ও বাস্তবতায় পরিপুষ্ট। কবি তার সমব্যথী হিসেবে ব্যথাহারী শিবের আবির্ভাব ঘটিয়ে ভাগ্যবিপর্যস্ত মানুষের ব্রাত্যজীবনের প্রকৃত স্বরূপ যেভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন, তাতে কবির করুণ রসের উপলব্ধি যে যথার্থ তাতে সন্দেহ নেই।

Scanned with CamScanner

[খ] উদ্ধৃত অংশের ভিত্তিতে বিশেষ টীকা/ব্যাখ্যা/ভাষাগত প্রশ্ন ঃ

প্রশ্ন ৬. "ডাব চাই, ডাব, কচি ডাব ?" — অংশটি কোন্ কবিতার ? ডাবওয়ালার পরিস্থিতি বর্ণনা করো।

উত্তর অংশটি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচিত 'কচি ডাব' কবিতার।

অঘ্রানের এক সন্ধ্যায় সারাশহর শ্বাসরোধী ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে। হিমশীতল উত্তরের বায়ু শহরকে যেন অক্টোপাসের মতো বেঁধে ফেলেছে। এক বৃদ্ধ ডাবওয়ালা কচি ডাবের ঝাঁকা নিয়ে অতি কষ্টে এক সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করে ডাব বিক্রির জন্য করুণ আর্তি প্রকাশ করে চলেছে।

প্রশ্ন ৭. "হিমাক্তা উত্তর বায় হাঁপের টানের প্রায়
থেকে থেকে গলিটায় ফুঁকে।"
— গলিটায় কোন্ শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসে ? সেই শব্দকারীর বর্ণনা কবি কীভাবে দিয়েছেন ?

উত্তর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কচি ডাব' কবিতায় একজন ডাবওয়ালার 'ডাব চাই, ডাব, কচি ডাব ?' শব্দ মাঝে মাঝে গলিটার মধ্যে শোনা যায়।

কবি অঘ্রানের এক শীত-সন্ধ্যায় তার বাসার ধারে এক বৃদ্ধকে ডাবের ঝাঁকা ঘাড়ে ডাব বেচতে দেখেছিলেন। পথে তখন লোকাভাব। শহরের বুকে শ্বাসরোধী ধূম্রান্ধ চেপে বসেছে। উত্তরে হিম বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। হাঁপের রোগীর মতো মাঝে মাঝে ডাব বিক্রির জন্য হাঁক দিচ্ছে বৃদ্ধ।

প্রশ্ন ৮. "কে তোমার খাবে কচি ডাব ?" — কে কার উদ্দেশ্যে এই উক্তি করেছেন ? বক্তার এই উক্তির কারণ নির্দেশ করো।

উত্তর কবি এক ডাবওয়ালাকে এই কথা বলেছিলেন।

এক বৃদ্ধ সংকীর্ণ এক গলির মধ্যে প্রবেশ করেছিল কচি ডাব বিক্রি করতে। কিন্তু তখন শীতকাল। কেউই ডাব খেতে চায় না। কিন্তু বৃদ্ধের উদরে অন্নাভাব, তাই শীতের হিমবায় উপেক্ষা করে সে কচি ডাব বেচতে এসেছে। কবিকে ঝাঁকাটা নামিয়ে দেওয়ার জন্যে সে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে।

প্রশ্ন ৯. "উদরে উদরে অন্নাভাব"—অংশটি কোন্ কবিতার ? উদ্ধৃতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। অংশটি দ্বারা কবি কোন্ পরিস্থিতির উল্লেখ করতে চেয়েছেন ?

উত্তর অংশটি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'কচি ডাব' কবিতার।

অঘ্রানের শীতসন্ধ্যায় কচি ডাবের ঝাঁকা নিয়ে এক বৃদ্ধ অতিকষ্টে এক সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করে। ডাব বিক্রির জন্য তার করুণ আর্তি কবির কর্ণগোচর হয়েছে। কিন্তু গলির মধ্যে বাস করা হতদরিদ্র মানুষের ডাব কেনার অক্ষমতা বোঝাতে এই অংশটির অবতারণা।

সংকীর্ণ গলির উল্লেখ করে দৈন্যপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের জীবনের সীমাবদ্ধতার কথা বোঝাতে চেয়েছেন কবি। যেখানে গলিতে-গলিতে হতদীর্ণ মানুষের স্থানাভাব, উদরেও তেমনি অন্নাভাব জীবনের সংকীর্ণতাকে ঘনীভূত করেছে।

প্রশ্ন ১০. "মোর ভাগ্যে এহেন দুর্ভোগ !"—উক্তিটি কার ? বক্তা কোন্ দুর্ভোগের কথা কেন উল্লেখ করেছেন ?

উত্তর উক্তিটির বক্তা কবি স্বয়ং।

কাব্যসৃষ্টিতে কারও কারও এমন রসদ মেলে যা এক রোমান্টিক জগৎ সৃষ্টি করে দেয়। বৃষ্টিভেজা শ্রাবণের ঘরেফেরা রোদ্দুর মাখা প্রাক্-সন্ধ্যায় দ্বারপ্রান্তে ফুলের পসরা নিয়ে তরুণীর পরিবর্তে দ্বারে শীতের সন্ধ্যালগ্নে কাতর কণ্ঠের আকুতি নিয়ে এক অতিবৃদ্ধ জীর্ণশীর্ণ ডাবওয়ালার উপস্থিতি কাব্যসৃষ্টির রসদ হয়ে উঠেছে। তিনি স্বহস্তে তার ডাবের ঝাঁকা নামিয়ে দিয়েছেন—এই তাঁর দুর্ভোগের বৃত্তান্ত।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১১. "নগ্নবুকে নুয়ে পড়ে ঘাড়।" — কার এরূপ অবস্থা ঘটেছে? তার অবস্থার বর্ণনা দাও।

উত্তর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বর্ণিত বৃদ্ধ ডাবওয়ালার এরূপ অবস্থা ঘটেছে।

বৃদ্ধ অন্নাভাব দূর করতে শীতের সন্ধ্যায় ডাব বিক্রি করতে গলির মধ্যে ঢুকেছে। কবি তার ডাবের ঝাঁকা মাথা থেকে নামিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধ ভাঙা ধাপে বসে পড়ে থরথর করে কাঁপছে। ক্ষীণ কণ্ঠে কবির দিকে তাকিয়ে সে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছে। তারপর ন্যায্যদাম হাতে পেয়ে খালি ঝাঁকা মাথায় নিয়ে গলি বেয়ে চলে গেছে।

প্রশ্ন ১২. "তবে বাবু যাই"— কোন্ পরিস্থিতিতে কে কাকে এই কথা বলেছিল?

উত্তর 'কচি ডাব' কবিতার ডাবওয়ালা শীতের সন্ধ্যায় এক সংকীর্ণ গলির মধ্যে ডাব বিক্রি করতে হাজির হয়েছিল। কবি তার আর্তি শুনে দ্বার খুলে বেরিয়ে এসে দুহাত দিয়ে তার ডাবের ঝাঁকা নামিয়ে দিয়েছেন। বৃদ্ধের সারা দেহ কম্পমান, নগ্ন বুকে নুয়ে পড়েছে ঘাড়। বৃদ্ধ নীরব দৃষ্টিতে কবির দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে উক্ত উক্তিটি করেছেন।

প্রশ্ন ১৩. "সে-সব কবির বেলা—, শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পসারিনি,"
— কার কণ্ঠে এই আক্ষেপবাণী ধ্বনিত হয়েছে এবং কেন?

উত্তর 'কচি ডাব' কবিতার রচয়িতা কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কণ্ঠে এই আক্ষেপবাণী ধ্বনিত হয়েছে।

কবির দুয়ারে শীতের সন্ধ্যায় এক হতদরিদ্র বৃদ্ধ ডাবওয়ালা এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য কবিদের দুয়ারে শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা ফুলের পসরা নিয়ে তরুণী পসারিনিরা হাজির হয়, সুগন্ধী ফুল বেচাকেনা করে তারা। সারাদিনের ক্লান্তির নিরসন হয় সেই ফুলের সৌরভে। কিন্তু কবির ভাগ্যে শুধুই দুর্ভোগ।

প্রশ্ন ১৪. "কোমল করুণ ক্লান্তকায়"— অংশটির উৎস নির্দেশ করো। অংশটির মধ্যে দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর কবির দুয়ারে শীতের সন্ধ্যায় এক বৃদ্ধ ডাবওয়ালা উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু যারা ভাগ্যবান তাদের দুয়ারে সন্ধ্যায় ফুলের পসরা নিয়ে পসারিনিরা আসে। তাদের কোমল করুণ হস্তের ছোঁয়ায় ক্লান্ত শরীর প্রশান্তি লাভ করে। কবি শুভ্রফেননিভ শয্যা স্বহস্তে পেতে দেবেন পসারিনির ক্লান্তি দূর করার জন্য।

প্রশ্ন ১৫. "সাধে কবি সমবেদনায়"— কবির সাধ কেমন ছিল?

উত্তর কবি আকাঙ্ক্ষা করেছেন শ্রাবণের কোনো সন্ধ্যাবেলা তরুণী পসারিনি ফুলের পসরা নিয়ে তার দ্বারে আসবে। তার তনুতে সিক্তবাস, নয়নে মিনতি, কোমল করুণ, ক্লান্ত পসারিনিকে তিনি দুগ্ধ ফেননিভ শুভ্র শয্যা বিছিয়ে দেবেন বিশ্রামের জন্য। কিন্তু কবির দ্বারে আসে বৃদ্ধ ডাবওয়ালা, যার নগ্ন দেহ থরথর করে কাঁপে।

প্রশ্ন ১৬. "আমার শ্রবণ-মূলে অকস্মাৎ গেল দুলে
কোন্ রুদ্র নৃত্যের ঝংকার।"
—কার শ্রবণমূলে? কেন অকস্মাৎ এই ঝংকার?

উত্তর কবির শ্রবণমূলে এই ঝংকার ধ্বনিত হয়েছে।

কবির অন্তরমূলে শীতের সন্ধ্যায় বৃদ্ধ ডাবওয়ালার দৈন্যপীড়িত জীবনের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে ছন্দে, সুরে বিশ্বসংসার প্রবহমান বৃদ্ধ ডাবওয়ালার অনাহূত সে প্রবাহ ছিন্ন করে মনের মধ্যে এক বিরুদ্ধ রসের সৃষ্টি করেছে। তানপুরার তার ছিঁড়ে গেলে যেমন সুরের মূর্ছনা ছন্দহীন হয়ে পড়ে তা অসংগতির সমাহারে বিক্ষিপ্ত সুরের জন্ম দেয় তেমনই ডাবওয়ালার অকস্মাৎ প্রবেশ জীবনপ্রবাহকে রুদ্রনৃত্যের মতো বিক্ষিপ্ত করে তুলেছে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১৭. "কোন্ রূপে এসেছিল দ্বারে ?" — কার উদ্দেশ্যে বক্তার এই উক্তি ?-বক্তা তাকে কী ভেবেছেন ?

উত্তর কবি শীতের সন্ধ্যায় গলিতে ডাব বিক্রি করতে আসা বৃদ্ধের প্রতি এই উক্তি করেছেন।

কবি সে বৃদ্ধকে নটরাজ ভেবেছেন। তিনি যেন নীলকণ্ঠ। অশ্রুর সাগরমন্থন করে নিয়ে এসেছিলেন অমৃত। ক্ষুধার নেশায় যেন টলছে তার দেহ, তিনি যেন এক দিশাহীন পথচর। ডাবওয়ালা বেশে কবিকে ছলনা করার জন্যেই যেন তিনি এসেছেন।

প্রশ্ন ১৮. "দেহ টলে ক্ষুধার নেশায়,"—কার স্বরূপে কবি কীভাবে কার পরিচয় দিয়েছেন ?

উত্তর কবি হতদরিদ্র ডাবওয়ালার জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে নটরাজ শিবের তুলনা করেছেন। দারুণ শীতে ডাবওয়ালার দ্বারে দ্বারে ফেরি করা দুঃসহ দুঃখের সুকঠিন প্রতিচ্ছবি শিবের ভিক্ষাবৃত্তির মতো। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য শীতের সন্ধ্যাও উপেক্ষা করেছে সে। ডাব খাওয়ার প্রকৃত মরশুম নয় জেনেও ক্ষুধার তাড়নায় তাকে পথে বেরোতে হয়েছে। নিতান্ত অসহায় নীলকণ্ঠের মতো দুখের বিষপান করে ডাবওয়ালা ভাগ্যের সঙ্গে অসমযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ১৯. "কৃষ্ণাচতুর্দশী-শেষে তোমারি ললাটে এসে
অস্ত গেছে শেষ শশীকলা !"
—অংশটির তাৎপর্য লেখো।

উত্তর দুর্ভাগ্যের জমাট অন্ধকার এসে এক বৃদ্ধের ভাগ্যের প্রসন্নতাকে পাঠিয়েছে নির্বাসনে। নটরাজ শিবকে ব্রাত্যজনের দেবতা হিসেবে পরিগণিত করে তাঁরই জীবনচর্যার সঙ্গে কবি ডাবওয়ালার দুঃসহ জীবনের সাদৃশ্য তুলে ধরেছেন কবি। সুখের প্রলেপে যে বৃদ্ধের জীবন ফেননিভ শয্যার মতো সুন্দর হতে পারত, তাকে সন্ধ্যার অন্ধকারে ডাবের বোঝা নিয়ে জীবন অন্ধকারে আলোর সন্ধান করতে হয়।

প্রশ্ন ২০. "হে মোর বঞ্চিতরাজ, নিঃশেষ বুঝেছি আজ—
আমি যে তাদেরি একজনা।"
—কার এই খেদোক্তি ? নিজের সম্পর্কে তাঁর এই হতাশার যথার্থতা পরিস্ফুট করো।

উত্তর কবি নিজের প্রতি এই হতাশাজনক উক্তি প্রয়োগ করেছেন।

'বঞ্চিতরাজ' বলতে তিনি সর্বংসহা শিবের উল্লেখ করেছেন। কখনো-কখনো ভুবনমোহিনী সোনার পাত্রে অমৃত বণ্টন করে দেয়। কবির জীবন সে অমৃতপ্রাপ্তি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। তাই এক ভাগ্যহত দৈন্যপীড়িত নিরন্ন ডাবওয়ালার বেশে তিনি তাঁর ইষ্টকে তাঁর দুয়ারে দেখেছেন। অশ্রুসজল নয়নে তিনি যেন কবির অশ্রু ঝরাতেই এসেছিলেন। বঞ্চিত জীবনের এও এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়।

প্রশ্ন ২১. "এ জীবন নিষ্ফলে সফল"—নিষ্ফলের সফল হওয়ার সার্থকতা বিচার করো।

উত্তর কবি দেখেছেন দুঃখের দেবতার চোখে সহানুভূতির অশ্রু। দেবতা তরুণী পসারিনির বেশে না এসে চরমতম বার্তাবহ হয়ে মন্ত্রহীন ব্রাত্যদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবুও কবি সহানুভূতির প্রলেপে তাঁকে স্পর্শ করেছেন। ইষ্টপ্রাপ্তির মুহূর্ত আনন্দের প্লাবনে না ভাসলেও দুঃখস্নাত হয়ে তিনি দেবতাকে দেখেই অশ্রুবিসর্জন করেছেন। এই তাঁর পরমপ্রাপ্তি। যে অশ্রু কবির চোখ থেকে ঝরে পড়েছে সে যেন অনাদিদেবের দুঃখের স্রোত থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

প্রশ্ন ২২. রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো।

ক. যে <u>পথে</u> তখন লোকাভাব।

উত্তর পথে ঃ অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি।

খ. পাগল আজি এ <u>সাঁঝে</u>।

উত্তর সাঁঝে ঃ অধিকরণকারকে 'এ' বিভক্তি।

Scanned with CamScanner

গ. ক্ষণেক নীরব থাকি ক্ষীণকণ্ঠে মোরে ডাকি।

উত্তর মোরে ঃ কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি।

ঘ. দুয়ারে তরুণী পসারিনী।

উত্তর তরুণী ঃ কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

ঙ. শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব।

উত্তর স্বহস্তে ঃ করণকারকে 'এ' বিভক্তি।

চ. মিটাতে প্রাক্তন দেনা শীতরাত্রে ভাব কেনা।

উত্তর প্রাক্তন দেনা ঃ কর্মকারকে 'শূন্য' বিভক্তি ; শীতরাত্রে ঃ অধিকরণকারকে 'এ' বিভক্তি।

প্রশ্ন ২৩. নীচের উদ্ধৃতিগুলিতে যেসব সমাসবদ্ধ পদ আছে, তাদের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো।

(ক) অঘ্রানের শীত-সন্ধ্যা শ্বাসরোধী ধুম্রগন্ধা।

শ্বাসরোধী = শ্বাসরোধ করে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)।

(খ) ঘরে ঢুকি দ্বার রুধি অন্ধকারে চক্ষু মুদি .....

অন্ধকার = অন্ধের ন্যায় আকার (উপমান কর্মধারয় সমাস)।

(গ) ক্ষণেক নীরব থাকি ক্ষীণকণ্ঠে মোরে ডাকি .....

ক্ষীণকণ্ঠে = ক্ষীণ যে কণ্ঠ (তাতে) (কর্মধারয় সমাস)।

(ঘ) ফুল নিয়ে করে বিকিকিনি।

বিকিকিনি = বিকি ও কিনি (বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব)।

(ঙ) শয্যা শুভ্রফেননিভ, স্বহস্তে পাতিয়া দিব—

শুভ্রফেননিভ = ফেনার মতো শুভ্র (উপমান কর্মধারয় সমাস)

(চ) শীতাতপে দিগম্বর, দিশাহীন পথচর,

পথচর = পথে চরে যে (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)।

(ছ) অনন্ত-শ্মশানে চিতা সারি সারি নির্বাপিতা, ...

শ্মশান = শব শয়নের নিমিত্ত স্থান (নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস)।

প্রশ্ন ২৪. নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ করো ঃ হিমাঙ্গ, বারেক, ক্ষণেক, দুর্ভোগ, শ্মশান, সর্বাঙ্গ, সন্ন্যাসী।

উত্তর **হিমাঙ্গ** = হিম + অঙ্গ ; **বারেক** = বার + এক ; **ক্ষণেক** = ক্ষণ + এক ; **দুর্ভোগ** = দুঃ + ভোগ ; **শ্মশান** = শম্ + শান ; **সর্বাঙ্গ** = সর্ব + অঙ্গ ; **সন্ন্যাসী** = সম্ + ন্যাসী।

প্রশ্ন ২৫. পদান্তর করো ঃ শীত, শহর, নীরব, দ্বার, কোমল, নগ্ন, প্রবঞ্চনা।

উত্তর শীত *(বি)*—শৈত্য *(বিণ)* ; শহর *(বি)*—শহুরে *(বিণ)* ; নীরব *(বিণ)*—নীরবতা *(বি)* ; দ্বার *(বি)*—দ্বারী *(বিণ)* ; কোমল *(বিণ)*—কোমলতা *(বি)* ; নগ্ন *(বিণ)*—নগ্নতা *(বি)* ; প্রবঞ্চনা *(বি)*—প্রবঞ্চিত *(বিণ)*।

প্রশ্ন ২৬. বর্ণবিশ্লেষণ করো ঃ শ্বাসরোধী, শুভ্রফেননিভ, দিগম্বর, ক্লান্তকায়, কৃষ্ণাচতুর্দশী।

উত্তর **শ্বাসরোধী** = শ্ + ব্ + আ + স্ + অ + র্ + ও + ধ্ + ঈ।

শুভ্রফেননিভ = শ্ + উ + ভ্ + র্ + অ + ফ্ + এ + ন্ + অ + ন্ + ই + ভ্।

দিগম্বর = দ্ + ই + গ্ + অ + ম্ + ব্ + অ + র্।

ক্লান্তকায় = ক্ + ল্ + আ + ন্ + ত্ + অ + ক্ + আ + য়্।

কৃষ্ণাচতুর্দশী = ক্ + র্ + ষ্ + ণ্ + আ + চ্ + অ + ত্ + র্ + অ + দ্ + র্ + অ + শ্ + ঈ।

প্রশ্ন ২৭. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করো ঃ সন্ধ্যা, শ্রবণ, জীবন, নয়ন।

উত্তর **সন্ধ্যা** = সম-ধ্যৈ + আ ; **শ্রবণ** = শ্রু + অনট্ ; **জীবন** = জীব্ + অনট্ ; **নয়ন** = নী + অনট্।

Scanned with CamScanner